গাংনীতে সরকারি আইন অমান্য করায় পাঁচ পথচারীর জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারি আইন অমান্য করায় পাঁচজন পথচারীর কাছ থেকে ১৪০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

আজ শনিবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহকারি কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নুর-ই- আলম সিদ্দিকী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। দন্ডিততরা হলেন-চেংগাড়া গ্রামের মকবুলের ছেলে রোকন-৫০০ টাকা,ভোমরদাহ গ্রামের সাত্তারের ছেলে খেলাফত-৪০০ টাকা, আঠারখাদা গ্রামের আজিজুর রহমানের ছেলে জিয়াউর ১০০ টাকা,জালশুকা গ্রামের হায়দারের ছেলে রাকিবুল এর নিকোট থেকে ৩০০ টাকা এবং হেমায়েতপুর গ্রামের ইকছার আলীর ছেলে আজমল এর নিকোট থেকে ১০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

আদালত পরিচালনা কারি নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নুর-ই – আলম সিদ্দিকী জানায়, ১৮৬০/১৮৮ অনুযায়ী সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করে মাস্ক বিহিন রাস্তায় বের হওয়ার অপরাধে এদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহায়তা করেন র্যাব-৬ এর সিনিয়র এএসপি সোহেল রানা,ডিএডি মহম্মদ আলীসহ র্যাব-৬ এর একটি টিম ।

গাংনীর সাহারবাটিতে আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের সংঘর্ষ,৫টি বোমার বিস্ফোরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের সংঘর্ষে ফিল্মি স্টাইলে পুলিশের উপস্থিতিতে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক ও

ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল ইসলাম টুটুল পক্ষের মধ্যে আজ শনিবার সকাল নয়টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষে চার জন আহত হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা গেছে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। গত শুক্রবার সন্ধায় টুটুল পক্ষের হামলায় চেয়ারম্যান পক্ষের তিন জন আহত হয়। আহতরা হলেন, ইসলামের ছেলে সুজন (২৫),দাউদ হোসেনের ছেলে আমানুর (৪৫) ও রেহান আলীর ছেলে আয়েছ (৩৭)। আহত সুজনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়। সে থেকেই এলকায় নেমে আসে নিরবতা। চারাচারা বাজারের ব্যবসায়ীরা তড়িঘড়ি করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়।

সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতংক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে সাহারবাটি বাজারে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এর জেরে আজ শনিবার সকালে পুলিশের উপস্থিতিতে দু’পক্ষের লোকজন চাইনিজ কুড়াল,লাঠিশোঠা লোহার রড নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আধিপত্য দেখাতে পর পর ৫টি বোমার বিষ্ফোরণ ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের চার জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুতর আহত দুই জনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় একে অপরকে দায়ী করছেন উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ। এঘটনায় চরম আতংকে রয়েছ এলাকার সাধারণ মানুষ । যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুলের ভবন নির্মাণে ম্যানুয়াল পাইলিং

বন্ধের দাবি

মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের নতুন ভবন নির্মাণ কাজে ম্যানুয়াল পাইলিং বন্ধের দাবি জানিয়েছেন পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের এলাকাবাসী।
পাইলিং বন্ধের দাবিতে মেহেরপুর পৌর মেয়র বরাবর আবেদন জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

এবিষয়ে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করে বলেন, আমাদের বাড়ির পাশে প্রাচীর সংলগ্ন মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ম্যানুয়াল পাইলিং এর কাজ করা হচ্ছে। অত্র এলাকায় অবস্থিত পূর্বের ইট সিমেন্ট দিয়ে বাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে। বাড়ির পাশেই ম্যানুয়াল পাইলিং এর কারণে সমস্ত ঘরবাড়ি কম্পনের সৃষ্টি হচ্ছে এতে আমাদের বাড়িঘরের অপূরণীয় ক্ষতির আশংকা তৈরী হচ্ছে। তাই ভুক্তভোগীদের বাড়িঘর ক্ষতির হাত থেকে বাচাতে ম্যানুয়াল পাইলিং বাদ দিয়ে নির্মাণ কাজে হাইড্রোলিক হ্যামার ব্যবহার করার অনুরোধ জানান।

জেলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল করিম বলেন, ম্যানুয়াল পাইলিং এর কারণে আশেপাশের ৫০ ফিট দূরত্ব পর্যন্ত সাধারণ বাড়িঘরের ক্ষতি হয় এ কথা সত্য। ক্ষতির কথা চিন্তা করেই আমরা ১২ ফিট টপ সার্ফেস গভীর করে কাজ করছি যে কারণে ৭৫℅ ভাইব্রেশান কম হবে।

ভবন নির্মাণের শিডিউলে ম্যানুয়াল পাইলিং এর কথা উল্লেখ আছে যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা কিন্তু আমরা যদি এই কাজে হাইড্রোলিক হেমার ব্যবহার করি তাতে ব্যয় হবে ৩৩ লক্ষ টাকা। এ বিষয়ে আমরা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করেছি। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে দেশের কোন নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা আমরা চাইনা।

এবিষয়ে আগামীকাল রবিবার সংশ্লিষ্ট সকলে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর পরেও যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আমরা তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

[redacted]

[redacted]

মাংশ ৬০০-৬৫০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

ঐ সকল বাজারে খাশি ও ছাগীর মাংস পৃথক পৃথক দামে বিক্রি হয়। শুধু গাংনী বাজারেই মাংসের শ্রেণীবিন্যাস করা হয় না। এ নিয়ে মাংসক্রেতাদের মাঝে উপজেলা প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপক্ষের প্রতি চরম ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকজন কসাইয়ের সুবিধার জন্য কেন হাজার হাজার ভোক্তার অধিকার রক্ষা করা হচ্ছে না এ প্রশ্ন কর্তৃপক্ষের কাছে।

এ বিষয়ে গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী বলেন, আগামী রবিবার ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ ও সাংবাদিকদের নিয়ে মাংস ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক করা হবে। সবার সম্মতিক্রমে বাজার দর নির্ধারণ ও এ সমস্যার সমাধান করা হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, বাজার মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীর সাহারবাটিতে প্রতিপক্ষের হামলা তিনজন আহত

গাংনীর সাহারবাটিতে পুর্বশত্রুতার জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় এক পক্ষের তিন জন আহত হয়েছে।

আহতরা হলেন, সাহারবাটি গ্রামের ইসলামের ছেলে সুজন (২৫),দাউদ হোসেনের ছেলে আমানুর (৪৫) ও রেহান আলীর ছেলে আয়েছ (৩৭)। আহত সুজনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে, আমানুর ও আয়েস কে গ্রামে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধা সাড়ে ৭ টার দিকে সাহারবাটি চারচারা বাজারে এঘটনা ঘটে। হামলার ঘটনায় এলাকায় চলছে টানটান উত্তেজনা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সাহারবাটি বাজারে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয়সুত্রে জানাগেছে, সাহারবাটি গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে

রাকিবুল ইসলাম টুটলদের লোকজনের সাথে সুজনের পিতা ইসলামের মধ্যে দির্ঘদিন ধরে হামলাম মামলার ঘটনা ঘটে আসছিল। একটি হামলার ঘটনায় টুটুল পক্ষের লোকজনের নামে আদালতে একটি মামলা রয়েছে। মামলার বাদী সুজনের পিতা ইসলাম।

ইসলামের অভিযোগ আদালতের মামলা তুলে নিতে প্রায় হুমকি দিতেন টুটুল ও তার লোকজন। মামলা তুলে না নেয়ায় টুটুলের লোকজন দেশীয় অস্ত্র ও লোহার রড দিয়ে আজকে সন্ধায় সুজনকে মারধর করে আহত করা হয়েছে এমন অভিযোগ করেন সুজন ও তার পরিবার।

এঘটনায় আমানুর ও আয়েস আলীকেও পিটিয়ে আহত করা হয়। আহদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে স্থানীয়রা। হামলার ঘটনায় সাহারবাটি বাজারে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জানায়, আমি ইফতার করে বাজারে চায়ের দোকানে আসছিলাম এরমধ্যেই বেশ কয়েকজন লোক দেশীয় অস্ত্র এবং লাঠি নিয়ে বাজারে মহড়া দেয়। পরে সুজন, আমানুর ও আয়েসকে মারধর করে চলে যায়। এঘটনায় বাজারে শুরু হয় উত্তেজনা।

সাহারবাটি গ্রামের রাকিবুল ইসলাম টুটুল জানায়, আমি আসন্ন ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদ প্রার্থী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করছি। এতে অনেকের গায়ে জ্বালা ধরেছে। অনেকেই মিথ্যা রটাচ্ছে আমার ও আমার সমর্থকদের নামে। এমতাবস্থায় সাহারবাটি গ্রামের একাধিক মামলার আসামী আয়েস ও তার ভাই আমানুর ও সুজন আমাকে হত্যার হুমকি। সুজন নামের যে ছেলে আহত হয়েছে তার কাছে চাইনিজ কুড়াল নিয়ে আমাকে হুমকি দেয়। আজকের ঘটনা তারই বহিপ্রকাশ।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, বাজারের লোকজন আমাকে মোবাইল করেছিল। সেখানে পুলিশের একটি টিম সেখানে পাঠানো হয়েছে। তিনজনকে আহত করা হয়েছে বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন। অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

কাজের স্বীকৃতি পেলেন সুভাষ মল্লিক

স্বাধীনতার তীর্থভূমি মেহেরপুরের মুজিবনগর। সুবিশাল একটি আম্রকানন। এই সুবিশাল আম্রকাননটির মালিক ছিলেন কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের ভবের পাড়ার জমিদার বৈদ্যনাথ বাবু। বৈদ্যনাথ বাবুর নামানুসারেই যায়গাটির নাম হয়ে যায় বৈদ্যনাথ তলা।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রথম অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। শপথ গ্রহণ করেন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার, পাঠ করা হয় বাংলাদেশ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। শপথ গ্রহণ এবং ঘোষণাপত্র পাঠের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ একটি বিবৃতি পাঠ করেন এবং বৈদ্যনাথতলার নাম রাখেন মুজিবনগর। সেই থেকে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার নাম হয় মুজিবনগর।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা সরকারপ্রধান হলে মুজিবনগর কমপ্লেক্স নির্মাণকাজে হাত দেন। উল্লেখ্য ১৯৮৭ সালে তৎকালীন সেনাশাষক হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ এর আমলে স্মৃতিসৌধটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে একজন সেবক হিসেবে পুরো স্মৃতিসৌধ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করেন সুভাষ মল্লিক। সাদামনের মানুষ সুভাষ মল্লিক কিন্তু পরিচ্ছন্নতাকর্মী নন শুধুমাত্র ভালোবাসা ও ভালোলাগার কারণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পর থেকেই তিনি নিয়মিত এটিকে পরিষ্কার রাখেন।

তিনি মুজিবনগরে আগত পর্যটকদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতিসৌধের সমস্ত স্থাপনা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন। যা পর্যটকরা মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার তীর্থভূমি মুজিবনগর সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা নিতে পারেন। ভিনদেশী পর্যটকদেরও তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে ইতিহাস বুঝাতে চেষ্টা করেন।

সুভাষ মল্লিক এধরনের একটি মহতী কাজ করছেন বছরে পর বছর। এই কাজটি যেন নেশায় পরিণত হয়েছে তার। অবশেষে দীর্ঘ ২৪ বছর পর মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের অধীনে তার কাজের স্বীকৃতি ও পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা হয়েছে। যেটি মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ডঃ মনসুর আলম খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
কে এই সুভাষ মল্লিক?

মুজিবনগর ভবরপাড়া এলাকার মৃত অনিল মল্লিকের ছেলে তিনি। বয়স ৭৬ বছর। ছোট থেকে ভবরপাড়াতেই তার বেড়ে ওঠা। দাদা মুসলিম হলেও বাবার সূত্র ধরে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী তিনি। কৈশর কটেছে ভবরপাড়াতেই। যৌবনে তিনি দীর্ঘদিন এলাকার মিশনে কাজ করতেন। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তিনি স্মৃতিসৌধের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ ২৪টি বছর এই কাজটি করে চলেছেন তিনি।

পরিবারে স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ে, নাতি আর স্ত্রী আন্না মল্লিককে নিয়ে তাঁর সংসার। স্মৃতিসৌধের পাশেই ভবেরপাড়া গ্রামে বসবাস করেন।
সামান্য একটু জায়গায় পরিবার নিয়ে তার বসবাস। এই জায়গাটির কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অবহেলা ও নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন তিনিসহ পরিবারের সদস্যদের। জীবনের অনেকটা সময় পেরিয়ে এসে হাসি ফুটেছে তার মুখে।

অবশেষে দীর্ঘ ২৪ বছর পর আলোর মুখ দেখেছেন তিনি। স্মৃতিসৌধের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কেউ তাঁকে স্মৃতিসৌধ পরিষ্কার করার জন্য বলেননি, নিয়োগও দেননি। নিজের তাগিদেই প্রতিদিন স্মৃতিসৌধ পরিষ্কার করেন। তবে গণপূর্ত বিভাগের তরফ থেকে তাকে ৫০০ টাকা সম্মানী দেওয়া হত। যা দিনে দিনে বেড়ে হয় ২০০০ টাকা তবে এটা নিয়মিত নয়।

সংসার চলার জন্য পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট ছিল না। তবু এ নিয়ে তাঁর কোন আক্ষেপ নেই। স্মৃতিসৌধ প্রতিদিন পরিচ্ছন্ন ও রক্ষাণাবেক্ষণ করতে পারাটাই যেন তাঁর তুষ্টি। স্বাধীনতার এই তীর্থভূমিকে আগলিয়ে রাখতে সেচ্ছায় নিয়েছেন এই গুরুদায়িত্ব। সুভাষ মল্লিকের সাথে কথা হলে
তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থা, মুজিবনগরে শপথ গ্রহণের স্মৃতি, স্মৃতিসৌধ নির্মাণ ও স্মৃতি কমপ্লেক্সের কথা। তারপর বলেন, এই যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, সেই যুদ্ধে অগণিত শহীদদের অবদান ও আত্মত্যাগ।

আমি তো যুদ্ধের সময় কিছুই করতে পারি নাই তবে তাদের স্মৃতিঘেরা এই জায়গাটুকু পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করি এই ঐতিহাসিক জায়গাটি সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত আসা মানুষগুলোকে জানানোর চেষ্টা করি। একটু ময়লা দেখলে আমার কলিজায় লাগে। লোকমুখে জায়গাটির নাম বৈদ্যনাথতলা হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম স্মরণীয় স্থান মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ তথা মুজিবনগর। স্থানীয় কেউ এলাকার নাম বৈদ্যনাথতলা বা আম্রকানন বললে তিনি তা মানতে নারাজ, তার এক কথা, এ হলো মুজিবনগর যার মানেই হলো স্বাধীনতার তীর্থভূমি মানে একটি বাংলাদেশ। কোন কিছুর বিনিময়ে নয় আমৃত্যু আমি আমার এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে চায়। দীর্ঘ ২৪ বছর পর কাজের স্বীকৃতি পাওয়ায় তিনি আনন্দিত।

তিনি বলেন, আজকের এই স্বীকৃতির সবটুকুই অবদান জেলার গণমাধ্যমকর্মীদের উপরে বর্তাবে। যারা বিভিন্ন সময়ে আমাকে নিয়ে লিখেছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানেন মুজিবনগরে একজন সুভাষ মল্লিক আছে এটাই আমার কাছে বড় পাওয়া। তাছাড়া বিগতদিনে এই জেলায় দায়িত্ব নিয়ে আসা জেলা প্রশাসক ও নির্বাহী অফিসারদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

মেহেরপুরে এক পশলা বৃষ্টিতে একাধিক দুর্ঘটনা

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ও আলমপুরে পৃথক পৃথক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত ওই দুটি স্থানে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা এবং আলমপুর সড়কে ইটের ভাটায় মাটি তোলার কাজে ব্যবহৃত ট্রাক্টর থেকে মাটি পড়ে রাস্তার উপরে জমাট হয়ে থাকে।

বুধবার সন্ধ্যার দিকে সামান্য বৃষ্টির ফলে ওই সড়ক দুটি পিচ্ছিল হয়ে যায়, এতে আলমপুরে একটি ট্রাক খাদে পড়ে যাওয়া সহ দুই সড়কে একাধিক মোটরসাইকেল, ইজিবাইক উল্টে পড়ে।

এ সময় অনেকেই আহত হন। ইটভাটায় মাটি তোলার কারণে রাস্তায় পড়ে থাকা মাটি বৃষ্টির পানিতে কাদা হয়ে যাওয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাতে একটি খালি ট্রাক মেহেরপুর থেকে গাংনী যাবার পথে আলমপুর নামক স্থানে পৌছালে রাস্তা পিচ্ছিলরে কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে ট্রাকটি রাস্তার পাশে উল্টে যায়, এতে ওই ট্রাকের চালক ও হেলপার

আহত হয়। এ নিয়ে এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

অসুস্থ হয়ে জরাজীর্ণ ঘরে মানবেতর জীবনযাপন করছে মোয়াজ্জেম সিদ্দিকুর রহমান

মেহেরপুর পৌর শহরের ৪নং ওয়ার্ড নতুন পাড়া/মাঠপাড়া এলাকায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন মো.সিদ্দিকুর রহমান (৮০) ও তার অসহায় পরিবার। অস্বচ্ছল পরিবারে স্ত্রী, মেয়ে, নাতি নিয়ে অসহায় জীবন যাপন করছেন তিনি। সিদ্দিকুর রহমান একই এলাকার মৃত করিম বক্সের ছেলে। অস্বচ্ছল পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি সিদ্দিকুর রহমান প্যারালাইজড গত আট মাস যাবত অসুস্থ হওয়ায় তার পরিবারে নেমে এসেছে অভাবের ঘোর আধাঁর।

মোয়াজ্জেম হোসেন এলাকায় একটি মসজিদে মোয়াজ্জেম হিসেবে ছিলেন। প্রতিমাসে মসজিদ থেকে পাওয়া সামান্য কিছু টাকা দিয়ে স্ত্রী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মেয়ে ও এক নাতিকে নিয়ে কোন রকমে চলতো সংসার। তিনি এখন প্যারালাইজড হয়ে প্রায় আট মাস বিছানগত। মসজিদ থেকে যা টাকা পেতেন সেটিও বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবারের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে জীবন যুদ্ধে কাটছে প্রতিটি প্রহর। ঘরে নেই খাবার। পরিবারে নেই কোন উপার্জনক্ষম মানুষ। নেই চিকিৎসা করার মতো টাকা। বাড়িতে স্ত্রী সন্তান নিয়ে জরাজীর্ণ ঘরে অতিকষ্টে বসবাস করছেন।

এব্যাপারে সিদ্দিকুর রহমানের সাথে কথা হলে তিনি কান্নাজড়িত কন্ঠে বলেন, আমি অসহায় মানুষ। প্রায় আট মাস যাবৎ প্যারালাইজড হয়ে পড়ে আছি। এর আগে মসজিদে আযান দিতাম। মসজিদ কর্তৃপক্ষ সামান্য কিছু টাকা দিতেন তা দিয়েই কোনরকম সংসার চলতো। অসুস্থ হবার পর সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। সংসারে স্ত্রী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মেয়ে, নাতিকে নিয়ে সংসার চালাতে কষ্ট হচ্ছে। জরাজীর্ণ ঘর নেই বিদ্যুৎতের ব্যবস্থা। যেখানে সামান্য বৃষ্টিতেই পানি ঘরে প্রবেশ করে। এ যাবৎ কোন সরকারি সাহায্য সহযোগিতা আমি পাইনি।

আপনাদের কাছে অনুরোধ আমার একটু চিকিৎসা ও ঘরের ব্যবস্থা করে দিতেন। আমি শুনেছি অসহায় ও গরীবের জন্য প্রধানমন্ত্রী মুজিব শতবর্ষে স্থানীয় সাংসদ সদস্যের মাধ্যমে গৃহহীন মানুষকে একটি করে বসত ঘর দিচ্ছেন। আমাকেও যদি একটি ঘর দেওয়া হয় তাহলে আমার স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারতাম।

স্থানীয়রা বলেন, সিদ্দিকুর রহমানের পরিবার অত্যন্ত গরীব ও অসহায়। তিনি অসুস্থ হবার পর থেকে পরিবারের সকলে আরও বিপদে পড়েছে।
একটি সরকারী ঘর হলে তাদের আবাসন দূর্দশা দূর হবে। তাই একটি ঘরটি দেয়ার ব্যাপারে স্থানীয়রা সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে তিনি বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানান।

মুজিবনগরে তিনশ গ্রাম গাঁজা ও ভ্যানসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রামনগর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তিনশ গ্রাম গাঁজাসহ আব্দুল হালিম (৩৩) ও নাজিম উদ্দিন (৫৫) নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৮টার দিকে ডিবিএর এস আই মুক্ত রায় চৌধুরী পিপিএম এর নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে এএসআই মোঃ মাহাতাব উদ্দিন ও এএসআই মো: জসিমউদদীন অংশ নেন।

ডিবির এসআই মুক্ত রায় জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানাধীন রামনগর এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এসময় তিনশ গ্রাম গাঁজা ও একটি ভ্যানসহ মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে মো: আঃ হালিম ও রামনগর গ্রামের সুরমান শেখের ছেলে মোঃ নাজিম উদ্দীনকে আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, তাদের বিরুদ্ধে এর আগেও তিনটি মামলা চলমান রয়েছে।

মেহেরপুরে করোনায় আরও এক জনের মৃত্যু, মোট ১৯

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মহিরুল ইসলাম
(৬০) নামের আরও এক জনের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মেহেরপুর সরকারি হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। এ নিয়ে জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাড়ালো ১৯ জনে।

এ দিকে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১২৭ জন। এ পর্যন্ত সর্বমোট পজিটিভ ৮৯৭ টি।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, ফলাফল এসেছে ০৯ টি। এর মধ্যে নতুন করে ১ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৭ টি।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ৩৮(সদরে- ১২, গাংনীতে- ১৭, মুজিবনগরে- ০৯) জন।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৬৩৪ টি। মৃত্যু- ১৯ জন (সদর- ৯, গাংনী- ৮, মুজিবনগর- ২), সুস্থ্য- ৭৭২ জন, ট্রান্সফার্ড- ৬৬ জন।
ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভের পরিচয় মেহেরপুরের গোভিপুরের ফাতেমা (৬৬)।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।